

মনোবিদ্যা ডঃ সুভাষ চন্দ্র নন্দী

মনোবিদ্যা

প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক **অ্যারিস্টটলকে** মনোবিদ্যার আদি প্রনেতা বলা যেতে পারে। তার রচিত বই **Da Anima** তে তিনি মনোবিদ্যাকে পৃথক বিজ্ঞান হিসাবে স্বীকৃতি দেন। মনোবিদ্যা শব্দটি দুটি গ্রীক শব্দের সংযোজন একটি **Psyche** অর্থাৎ আত্মা (**Soul**) এবং **Logos** কথার অর্থ যুক্তিপূর্ণ তথ্য বা বিজ্ঞান তাই প্রাচীন দার্শনিকদের ধারণা অনুযায়ী মনোবিদ্যা ছিল আত্মার অনুশীলনকারী বিজ্ঞান। কিন্তু মনোবিদ্যার অর্থ এবং সংজ্ঞা পরিবর্তিত এবং উন্নত হচ্ছে। পূর্বে মনোবিদ্যাকে দর্শনের অধীনে অনুশীলন করা হত, কিন্তু তার কোন স্বাধীন অস্তিত্ব ছিল না। যেহেতু আত্মা হচ্ছে অভিজ্ঞতা এবং ধারণার বাইরে। তাই পরবর্তীকালে মনোবিদ দেকার্তে সমস্ত বিশ্ব জগতকে দুই ভাগে ভাগ করেন। ১. জড় জগত এবং ২. মন জগত। তার মতকে দর্শনে দ্বৈতবাদ বলা হয়। মনোবিদ **দেকার্তের** মতে মনোবিদ্যার বিষয় বস্তু হল মন ও তার কাজ এবং মনের বিভিন্ন ক্রিয়ার অনুশীলন করা। কিন্তু আত্মা ও মনের কোন অস্তিত্ব খুঁজে না পাওয়ায় এই চিন্তাকে বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হিসাবে স্থান দেওয়া সম্ভব হয়নি। তাই এই সংজ্ঞাটি সন্তোষজনক স্থান লাভ করেনি।

লক্, হব্‌স এবং বেইন এই মতবাদকে বিশ্লেষণ করে বললেন যে অভিজ্ঞতাই হল সব জ্ঞানের ভিত্তি আর এই অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে সঞ্চিত হয়। মনের অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায় চেতনার মাধ্যমে। উইলিয়াম জেম্‌স বলেছেন মনোবিদ্যা বস্তু নির্ভর হতে পারে যদি তার অনুশীলনের বিষয়বস্তু হয় চেতনা। সুতরাং মনোবিদ্যা হল চেতনার অনুশীলনকারী বিজ্ঞান। কিন্তু এই সংজ্ঞাও মনোবিদদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি। কারণ ইহা মনের অচেতন অবস্থাকে অগ্রাহ্য করে যাহা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং মনোবিদ্যার অনুশীলনকে কেবলমাত্র সচেতন মনের অবস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে। সুতরাং চেতনার অনুশীলন দ্বারা কেবলমাত্র বিশেষ এক জনের মন সমন্ধে জানা যায় তাও আবার অন্তর্দর্শনের মাধ্যমে। কিন্তু বিজ্ঞান নৈর্ব্যক্তিক এবং সাধারণ বস্তুধর্মী জ্ঞান। তাছাড়া চেতনার অনুশীলন করে আমরা তাকে সম্পূর্ণভাবে জানতে পারিনা; চেতনা অপ্রমিত অনুশীলন মাত্র।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে মনোবিদগন দার্শনিক মতবাদ ছেড়ে মনোবিদ্যাকে বস্তু নির্ভর বিজ্ঞানের স্তরে নিয়ে গিয়ে নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতিতে অনুশীলন করার দিকে কেন্দ্রীভূত করলেন। তখন **উইলিয়াম ম্যাকডুগাল** বললেন মনোবিদ্যা হল প্রাণীর

আচরণ অনুশীলনকারী বিজ্ঞান। আর এক আচরণবাদী মনোবিদ **জে. বি. ওয়াটসন** বললেন মানুষের আচরণ অনুশীলন করার যে বিজ্ঞান তাই মনোবিদ্যা। মানুষের মনের ভিতরের প্রক্রিয়াগুলিকে বাহ্যিক পরিবর্তনের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। এই কথাগুলি চিন্তাভাবনা করে বিখ্যাত মনোবিদ **আর এস উর্ডওয়ার্থ** এক নতুন সংজ্ঞা দেন। তিনি দার্শনিকদের চিন্তাসম্বলিত সংজ্ঞা এবং মনোবিদদের দেওয়া সংজ্ঞাগুলোর মাঝামাঝি পথ বেছে নিলেন। তিনি বললেন মনোবিদ্যা প্রথমে আত্মাকে হারায় পরবর্তীকালে মন তারপর চেতনাকে হারায়। বর্তমানে মনোবিদ্যায় আচরণ-অনুশীলন বিদ্যমান। তার, মতে মনোবিদ্যায় বিষয়বস্তু হল মানুষের কাজ। মনোবিদ্যার উদ্দেশ্য হল মানুষের ক্রিয়াকলাপ অনুশীলন করা। শুধুমাত্র ক্রিয়াকলাপ দিয়ে কোন মানুষের বিচার করা সম্ভব নয়। এমন অনেক ব্যক্তি আছে যাদের বাহ্যিক কোন আচরণই লক্ষ্য করা যায় না। যদিও তাঁর ব্যাখ্যার মধ্যে দেহ এবং মন দুটোর কথাই বলা আছে তবুও তিনি বাহ্যিক আচরণকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।

মনোবিদ্যার সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা দেওয়া খুবই মুকশিল তথাপি কিছু সংজ্ঞা লিপিবদ্ধ করা হল।

আর এস উর্ডওয়ার্থ এবং **মারকিউয়াস** এর মতে ‘মনোবিদ্যা হল কোন ব্যক্তির নিজস্ব ও নির্দিষ্ট পরিবেশের সাথে সম্পর্কিত বিজ্ঞান সম্মত ক্রিয়া কলাপের অনুশীলন’।

ক্রো এবং **ক্রো** এর মতে ‘মনোবিদ্যা হল মানুষের আচরণ এবং মানুষের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা ও অনুশীলন করা।

মনোবিদ্যার প্রকৃতি

যে উদ্দেশ্য নিয়ে একদিন শিক্ষা মনোবিদ্যা কাজ শুরু করেছিল সে উদ্দেশ্য থেকেও সে আজ অনেক দূরে সরে গেছে। বর্তমানে তার কাজ শুধু মনোবিদ্যার জ্ঞানকে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শিক্ষা মনোবিদ্যা শ্রেণীকক্ষে নানা পরীক্ষাও করে এবং শিশুমন সংক্রান্ত নানারকম তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সুতরাং শিক্ষা মনোবিদ্যা এখন আর শুধু প্রয়োগ মূলক বিজ্ঞান নয়। তার নিজস্ব পরীক্ষা মূলক দিকও গড়ে উঠেছে। শিক্ষা মনোবিদ্যার নিজস্ব পদ্ধতির দ্বারা কোন বিশেষ সত্যের অনুসন্ধান সম্ভব এবং স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণও সম্ভব। শিক্ষা-মনোবিদ্যা বিশুদ্ধ মনোবিদ্যার দ্বারা আবিষ্কৃত বিধি ও নীতি সকলকে ব্যবহার করে। মনোবিদ্যার বিষয় বস্তু হল জীব জগতের আচার আচরণের পর্যবেক্ষণ করে বিশ্লেষণ করা।

১. মনোবিদ্যা কিছু ঘটনা সমূহের ভাঙার যা একটি সর্বজনীন নিয়ম নীতি মেনে চলে।

২. সত্য অনুসন্ধানের উপর জোর দেওয়া এবং প্রতিষ্ঠিত করা।
 ৩. কোন কুসংস্কার বিশ্বাস না করা বা প্রতিষ্ঠিত না করা।
 ৪. কারণ ও ফলাফলের এই দুয়ের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন বা বিশ্বাস।
 ৫. মনোবিদ্যার মধ্যে পর্যবেক্ষণ, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং বিশ্লেষণ এই তিনটি বিষয় বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ।
 ৬. তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক এই দুই দিকের সাথে সামঞ্জস্য এবং সম্পর্ক বিদ্যমান তত্ত্বকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রবণতা।
 ৭. কি করা উচিত এ বিষয়ে মনস্তত্ত্ব শুধুমাত্র আলোচনা করে না বরং কি করতে হবে এ বিষয়ে সুপষ্ট নির্দেশ দান করে।
 ৮. শিক্ষা মনোবিদ্যা শিক্ষার্থীর আগ্রহ, প্রবৃত্তি, আচরণ, মনসংযোগ ক্ষমতা, প্রক্ষোভ, প্রেষণা প্রভৃতি মনস্তাত্ত্বিক দিক নিয়ে আলোচনা করে।
- মনোবিদ্যার প্রকৃতি সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয়েছে। এই পরিবর্তনগুলোকে অন্তত পক্ষে তিনটি মৌলিক রূপে বিশ্লেষণ করা যায়।
১. মনোবিদ্যা শুরু হয়েছিল আত্মা, চেতনা এবং মানসিক প্রক্রিয়ার অনুশীলন দিয়ে। বর্তমানে এটি সকল প্রকার জীবের আচরণকে হৃদয়গম করার একটি নৈব্যক্তিক বিজ্ঞান।
 ২. পদ্ধতির দিক দিয়ে মনোবিদ্যার অন্তর্দর্শন কিন্তু দূরকল্পনার পথ থেকে সরে গিয়ে পর্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান, বিশ্লেষণ এবং সত্য প্রতিদানের দিকে মোড় নেয় এবং ক্রমে ক্রমে বৈজ্ঞানিক এবং নৈব্যক্তিক বিজ্ঞান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।
 ৩. পূর্ব প্রতিষ্ঠিত উদ্দেশ্য এবং মানসিক প্রক্রিয়ার নীতির বিভাগের সাথে আচরণের নিয়ন্ত্রন এবং ভবিষ্যৎ আভাষদান বা ইঙ্গিতদান হচ্ছে বর্তমান মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয় বস্তু।

মনোবিদ্যার পরিধি

শারীরশিক্ষায় যেহেতু সকল কার্যকলাপের কেন্দ্র হল মানুষ, সেহেতু মানুষের মনস্তাত্ত্বিক জগৎ সম্বন্ধে অবহিত হবার জন্য মানুষের বিভিন্ন আচরণগত বৈশিষ্ট্যের উৎস অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। একটি শিশু তার চাহিদার প্রিয় জিনিসটি থেকে বঞ্চিত হলে শারীরিক এবং মানসিক ভাবে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। উক্ত প্রতিক্রিয়া গুলিকে চিহ্নিত করার জন্য শারীর শিক্ষার শিক্ষককে শিশুর প্রকৃতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহল হওয়া অত্যন্ত জরুরী। কোন একটি খেলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিশু যদি সাবলীল আনন্দ না উপভোগ করে তার কারণ সম্পর্কে ওয়াকিবহল হওয়ার জন্য শারীরশিক্ষার শিক্ষককে শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশ সম্বন্ধে উপযুক্ত জ্ঞান অর্জন করা প্রয়োজন। শারীরশিক্ষার অধিকাংশ কর্মসূচী বিভিন্ন ধরনের শারীরিক, সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ হলেও তার

মধ্যে অংশগ্রহনকারীদের মনস্তাত্ত্বিক পক্রিয়া সম্পৃক্ত থাকে। অর্থাৎ আমরা বলতে পারি

১. মনোবিজ্ঞানের পরিধি বলতে বোঝায় যে ব্যবহারিক দিক এবং তার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির ব্যাপ্তি সেটা বোঝার চেষ্টা করা।
 ২. মনোবিজ্ঞানের পরিধি বলতে বোঝায় মনোবিদ্যার প্রতিটি শাখা প্রশাখার বিষয়গুলিকে নিয়ে আলোচনার চেষ্টা করা।
- শিক্ষা-মনোবিদ্যা শিক্ষার্থীদের আচরণ পরিমার্জন ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে শারীর শিক্ষককে তাঁর পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে সুতরাং শিক্ষা ও মনোবিদ্যার পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক নিম্নে আলোচিত হল।

১. শিক্ষার্থীদের ভালোভাবে জানা : আমরা জানি বিভিন্ন বয়সের ছেলে মেয়েদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত প্রকট ভাবে উপস্থিত থাকে। সেই বৈশিষ্ট্যগুলি সম্বন্ধে ধারণা দান করে মনোবিদ্যা। এছাড়াও শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত ক্ষমতা, আগ্রহ, প্রবৃত্তি মূলক আচরণ, প্রক্ষোভ নিয়ন্ত্রন, মনোসংযোগ ও তার উপকারিতা, সকলের সঙ্গে মানিয়ে চলার ক্ষমতা প্রভৃতি কি ভাবে উন্নত করা যায় এ সম্পর্কে শারীর শিক্ষককে সঠিক ধারণা দেয় মনোবিদ্যা। স্ত্রী ও পুরুষ ভেদে শারীরবৃত্তীয় কারণে পরিশ্রমের বোঝা চাপানোর মধ্যে পার্থক্য সম্বন্ধে শারীর শিক্ষককে সচেতন করে।

২. অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো সম্ভব : শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের পূর্ণ অভিজ্ঞতাই উভয়কে অগ্রসরমুখী করে তোলে শিক্ষক তার পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে উদ্ভূত সমস্যা সমাধান করতে পারেন ও শ্রেণী পরিচালনার কাজ সুষ্ঠুভাবে করতে পারেন। তেমনি শিক্ষার্থী তার পূর্ব অভিজ্ঞতামত ক্রীড়া কৌশল শিখতে কিভাবে তৎপর হতে পারে সে বিষয়েও শিক্ষক সচেতন থাকে এবং শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে তা ফলপ্রসূ করতে পারেন।

৩. উপযুক্ত শিখন পদ্ধতি : শারীরশিক্ষায় শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে ও শিখন কৌশল শেখানোর ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয় যেমন আদেশমূলক, আংশিক পদ্ধতি, সামগ্রিক পদ্ধতি, অভিপ্রদর্শন পদ্ধতি, অনুকরণ পদ্ধতি প্রভৃতি। কার্যত বিভিন্ন বয়সের ছেলে মেয়েদের জন্য একই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় না আবার কার্যকরও হয় না। যেমন নার্সারী শ্রেণীতে শিশুদের শিক্ষাদানের জন্য অনুকরণ পদ্ধতি বিশেষ ভাবে উপযুক্ত, কারণ শিশুরা অত্যন্ত অনুকরণ প্রিয়। অন্যদিকে নবম ও দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের কাছে অনুকরণ পদ্ধতি হাস্যকর। এখানে অভিপ্রদর্শন, আংশিক ও সামগ্রিক পদ্ধতি অধিক উপযোগী।

৪. শিখন পরিবেশ নির্ণয় : শারীর শিক্ষায় বিভিন্ন ক্রীড়া কৌশল শেখার জন্য ক্রীড়া কৌশলের প্রকৃতি অনুযায়ী পরিবেশ স্থাপন করতে হবে। যেমন ফুটবল, কবাডি, হকি প্রভৃতির জন্য উপযুক্ত প্রাঙ্গন প্রয়োজন। অন্যদিকে জিমন্যাস্টিক

অনুশীলনের জন্য চার দেওয়াল আবদ্ধ শান্ত পরিবেশ পরিবেশ প্রয়োজন হয় তা না হলে আঘাত প্রাপ্তির সম্ভবনা থেকে যায়। সুতরাং শিক্ষা-মনোবিদ্যা সঠিক পরিবেশ নির্ণয়ে শারীর শিক্ষককে পথ নির্দেশ করে।

৫. সমস্যা দূরীকরণ : শিক্ষার্থীদের মধ্যে কখনো ব্যক্তিগত অথবা সামগ্রিকভাবে কিছু সমস্যার উদ্ভব হয় ফলে শিক্ষকের শিক্ষাদান প্রক্রিয়া ব্যাহত হতে পারে। যেমন কোন শিক্ষার্থী শারীরিক ভাবে অসুস্থ থাকার জন্য পাঠগ্রহণে মনোনিবেশ করতে পারছে না। আবার কোন শিক্ষার্থী পারিবারিক দিক থেকে অস্থির চিন্তে থাকে। আবার কখনো কখনো দেখা যায় কোন শিক্ষার্থী প্রকৃতিগত ভাবে দুষ্কৃত থাকে এবং শ্রেণী পরিচালনার কাজে বাধা সৃষ্টি করে। শিক্ষা-মনোবিদ্যা এই সমস্ত সমস্যা সমাধানের জন্য সুনির্দিষ্ট পথনির্দেশ দিয়ে থাকে।

৬. শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব : শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব শ্রেণী পরিচালনার কাজে এবং শিখন প্রক্রিয়ায় বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ব্যক্তিত্ব সুলভ গুণাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কঠোর, জ্ঞানের গভীরতা, ক্রীড়া বিষয়ের প্রকৃতি অনুযায়ী পোশাক পরিচ্ছদের ব্যবহার, শিক্ষার্থীদের প্রতি আন্তরিকতা, সময়নিষ্ঠ বা সময়ানুবর্তীতা, নিয়মানুবর্তীতা, পরিশ্রম করার ইচ্ছা, সমস্যা দূরীকরণে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা প্রভৃতি। এইগুলি না থাকলে শিক্ষার্থীদের সমীহ আদায় করা যায় না। সুতরাং শিক্ষা-মনোবিদ্যা শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব গঠনের প্রস্তুতির ক্ষেত্রে পথ নির্দেশ করে থাকে।

৭. বিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে : শিক্ষা-মনোবিদ্যার জ্ঞান থেকে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দৈনন্দিন কর্মসূচী নির্ধারণ করেন এবং তা শিক্ষার্থীদের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে যেমন অপেক্ষাকৃত কঠিন বিষয়গুলি বিদ্যালয় কর্মসূচীর প্রাথমিক পর্যায়ে রাখা থাকে তুলনামূলক ভাবে সহজ বিষয়গুলি পরবর্তী পর্যায়ে রাখা থাকে। প্রধান শিক্ষক মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞানের ভিত্তিতে অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষকমন্ডলী এবং শিক্ষাকর্মীদের সঙ্গে আন্তরিক আলোচনা বজায় রাখেন বিদ্যালয়ের কর্মসূচী সূষ্ঠভাবে পরিচালনা করার জন্য।

৮. পাঠ্যক্রম নির্বাচন : বিদ্যালয়ে শরীরশিক্ষা সহ বিভিন্ন বিষয়ের পাঠ্যক্রম নির্বাচন শিক্ষার্থীদের মনস্তাত্ত্বিক বিভিন্ন দিকের প্রতি বিবেচনা সুলভ মনোভাব নিয়ে প্রস্তুত করা হয় যেমন প্রাক প্রাথমিক পর্যায়ে অসংগঠিত এবং কম নিয়মাবদ্ধ খেলাধুলা পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অন্যদিকে নবম দশম শ্রেণীর জন্য কঠিন নিয়মে আবদ্ধ এবং আন্তর্জাতিক স্তরে অনুশীলিত বিভিন্ন খেলাধুলা পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয় যাতে প্রতিভাবান শিক্ষার্থীরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে ক্রীড়া দক্ষতাকে তুলে ধরে আত্মগৌরব অনুভব করতে পারে।

জীবনে মনোবিদ্যার মূল্য

মনোবিদ্যা বাস্তবিক ও ব্যবহারিক মূল্যের একটি বিজ্ঞান। মানবজীবনের আলোকসম্পাতে মনোবিদ্যা খুবই দরকারী। যেহেতু মানুষের আচরণের অনুশীলনই মনোবিদ্যা সুতরাং মনোবিদ্যার মূল্য অত্যন্ত আবশ্যিক সকলের কাছে, বিশেষত খেলোয়াড়দের কাছে। সাধারণভাবে মনোবিদ্যার মূল্য মানব জীবনে নিম্নে বর্ণিত হল।

১. মানুষের জীবন পথকে মসৃন করে।
২. অন্যান্য সকলের সাথে নিজের সম্পর্ক তৈরী করে।
৩. মানুষের জীবিকাকে সার্থক করে বা তার জীবনের পেশাকে সার্থক করে।
৪. মানুষের বন্ধু ও সহচর নির্বাচন করতে সাহায্য করে।
৫. ব্যক্তির জীবন সঙ্গী নির্বাচন করতে সাহায্য করে।
৬. ব্যক্তির আগ্রহ, প্রকৃতি, মনোযোগ, প্রক্ষোভ, বৃদ্ধি, বিকাশ প্রভৃতির সর্বাঙ্গীণ বিকাশে সাহায্য করে।

শারীরশিক্ষার শিক্ষকের কাছে মনোবিদ্যা পাঠের প্রয়োজনীয়তা

১. শিক্ষার্থীকে ভালোভাবে জানা : আমরা জানি বিভিন্ন বয়সের ছেলে মেয়েদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের বিশেষ বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত প্রকট ভাবে উপস্থিত থাকে। সেই বৈশিষ্ট্যগুলি সমক্ষে ধারণা দান করে মনোবিদ্যা। এছাড়াও শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত ক্ষমতা, আগ্রহ, প্রবৃত্তি মূলক আচরণ, প্রক্ষোভ নিয়ন্ত্রন, মনসংযোগ ও তার উপকারিতা সকলের সাথে মানিয়ে চলার ক্ষমতা প্রভৃতি কিভাবে উন্নত করা যায় এ সম্বন্ধে শারীরশিক্ষকে সঠিক ধারণা দেয় শিক্ষা-মনোবিদ্যা। স্ত্রী ও পুরুষ ভেদে শারীরবৃত্তীয় কারণে পরিশ্রমের বোঝা চাপানোর মধ্যে পার্থক্য সম্বন্ধে শারীরশিক্ষকে সচেতন করে।

২. শিক্ষার্থীর মধ্যে আকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনা : শিক্ষা-মনোবিদ্যা শিক্ষার্থীদের আচার ব্যবহার বিশ্লেষণ করে। বিভিন্ন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে শিক্ষার্থীর আচার আচরণ কিরূপে পরিবর্তন ঘটে তাও বিশ্লেষণ করে শিক্ষা মনোবিদ্যা। সুতরাং শিক্ষার্থীর ত্রুটিপূর্ণ আচরণ সহজেই চিহ্নিত হয় ফলে শিক্ষক সমাজ আকাঙ্ক্ষিত পথে সেই ত্রুটি দূর করে তাদের সুনামগরিক গড়ে তুলতে পারেন।

৩. অভিজ্ঞতা নির্বাচন ও প্রয়োগ : শিক্ষা মনোবিদ্যা জ্ঞান অর্জন করলে সার্থক ভাবে অভিজ্ঞতা নির্বাচন ও প্রয়োগ ঘটায় শিক্ষাদান কালে বিভিন্ন সমস্যা দূর করতে পারেন। শুধু তাই নয় সঠিক প্রশিক্ষন সূচীও নির্ণয় করা সম্ভব হয়।

৪. শিখন কৌশল নির্বাচন : শারীরশিক্ষার পাঠ্যক্রমে বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচী অন্তর্ভুক্ত। শিক্ষার্থীর বুদ্ধিমত্তা, দেহ অভ্যন্তরের বিভিন্ন যন্ত্রাংশের কার্যকারিতা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন কেউ দ্রুত গতি

সম্পন্ন বা কেউ অধিক উচ্চতার হয়ে থাকে। শিক্ষক সুকৌশলে ব্যক্তিগত পার্থক্যের দিক কাজে লাগিয়ে বিশেষ বিশেষ শিক্ষার্থীকে বিশেষ বিশেষ ক্রীড়াসূচীর জন্য নির্বাচিত করতে পারেন। যেমন দ্রুতগতি সম্পন্ন শিক্ষার্থীরা ১০০ মিটার, ২০০ মিটার, ৪০০ মিটার দৌড়ের জন্য নির্বাচিত হতে পারে।

৫. শৃঙ্খলা রক্ষা : কঠিন নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যদিয়ে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অনুশীলন করানো হয় বলে তাদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ গড়ে উঠে। ফলে সম্ভাব্য কৃতিত্বমানে পৌঁছানো সহজ হয়।

৬. সাধারণ শিক্ষার উদ্দেশ্য কার্যকর করা : সাধারণ শিক্ষার উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশ সাধন করা। শারীরশিক্ষার অন্তর্গত বিভিন্ন ক্রীড়াসূচী একদিকে সুস্থ ও স্বাভাবিক দৈহিক কাঠামো গঠন করে। অন্যদিকে সুস্থ মন, সুস্থ ভাবনা, নিয়ন্ত্রিত আবেগ, মানিয়ে চলার ক্ষমতা, আত্মত্যাগ প্রভৃতির মধ্যদিয়ে শিক্ষার্থীর মধ্যে সামাজিক চেতনা, জাতীয়তাবোধ, দেশপ্রেম, আধ্যাত্মিক সচেতনতা প্রভৃতির বিকাশ সাধন করা যায়।

৭. নিজেকে জানা : স্ব মূল্যায়ন চরিত্রের ভীত সুদৃঢ় করে। শিক্ষা মনোবিদ্যার জ্ঞান শিক্ষকের আচার-আচরনের বিশ্লেষণ করে অর্থাৎ স্ব মূল্যায়ন নিজের ব্যক্তিগত ত্রুটি দূর করে পেশাগত যোগ্যতা বাড়তে সাহায্য করে। তেমনি একজন শিক্ষার্থীও শারীরশিক্ষার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে ব্যক্তিগত ত্রুটি দূর করতে সক্ষম হয়। প্রয়োজনে শিক্ষকের উপদেশ ও নির্দেশ গ্রহণ করতে পারে।

৮. শিক্ষার উপযোগী বাতাবরণ তৈরী : সমাজ ব্যবস্থায় শিক্ষার গুরুত্ব আছে। শিক্ষা-মনোবিদ্যা শিখন প্রক্রিয়া সম্পর্কে যে সব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং বিভিন্ন সিদ্ধান্ত পরিবেশন করছে যা শিক্ষককে শিখন প্রক্রিয়ায় সহায়তা করবে। কোন পরিস্থিতিতে শিখন হয় এবং শিখন প্রক্রিয়া কিভাবে বাড়ানো যায় প্রভৃতি সমস্যার সমাধানে শিক্ষা মনোবিদগণ তার উপায় নির্ধারণ করেছেন। সেগুলির ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীর শিখনে সহায়তা করেন।

মনোবিদ্যার বিভিন্ন শাখা

মনোবিদদের মতানুসারে মনোবিদ্যাকে দুটি গ্রুপে ভাগ করা যায়। একটি স্বাভাবিক মনোবিদ্যা এবং অপরটি অস্বাভাবিক মনোবিদ্যা

স্বাভাবিক মনোবিদ্যা : স্বাভাবিক মনোবিদ্যা সাধারণত মানুষের স্বাভাবিক আচরণ নিয়ে অনুশীলন করে।

অস্বাভাবিক মনোবিদ্যা : অস্বাভাবিক মনোবিদ্যা সেই সব মানুষের আচরণ নিয়ে আলোচনা করে যাদের মানসিক অবস্থা স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে না। যদিও এই ভাগকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা খুবই দুরূহ।

ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মনোবিদ্যাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

১. বিশুদ্ধ মনোবিদ্যা ২. প্রয়োগমূলক মনোবিদ্যা।

১. বিশুদ্ধ মনোবিদ্যা : বিশুদ্ধ মনোবিদ্যায় তাত্ত্বিক নীতি নিয়ে আলোচিত হয়। এটা সাধারণত সাধারণ মানুষের আচরণ নিয়ে অনুশীলন করে।

২. প্রয়োগমূলক মনোবিদ্যা : প্রয়োগমূলক মনোবিদ্যায় অভিজ্ঞতা এবং আচরণের ব্যবহারিক দিক নিয়ে অনুশীলন করে যেমন শিক্ষা-মনোবিদ্যা, চিকিৎসা মনোবিদ্যা, মিলিটারি মনোবিদ্যা, শিশু মনোবিদ্যা, সামাজিক মনোবিদ্যা প্রভৃতি। আমরা আগেই জেনেছি যে মনোবিদ্যা শুধুমাত্র মানুষের আচরণ নিয়ে অনুশীলন করে না তার সাথে বিভিন্ন জীবের আচরণ নিয়েও অনুশীলন করে; তাই মনোবিদ্যার ভাগ গুলি নিম্নে বর্ণিত করা হল।

*** Human Psychology :** মানুষের আচরণ ও মানসিক প্রকৃতি অনুশীলন করাই এই মনোবিদ্যার উদ্দেশ্য। এই বিভাগে সমস্ত ধরণের (সাধারণ, অতিসাধারণ, শিশু, বৃদ্ধ ইত্যাদি) আচরণ অনুশীলন করা হয়।

*** Animal Psychology :** পশু-পাখীর আচরণ অনুশীলন করা এই মনোবিদ্যার কাজ। এখানে মানুষের আচরণের সাথে পশুদের আচরণের একটা তুলনামূলক অনুশীলন করা হয়। তাই অনেক সময় এই বিভাগকে তুলনামূলক মনোবিদ্যাও বলা হয়।

*** Normal Psychology :** সাধারণ মানুষের এবং মানসিক প্রক্রিয়ার বর্ণনা আমরা যে বিভাগে আলোচনা করি তাহাকে সাধারণ মনোবিদ্যা বলা হয়। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন আচার আচরণে বৈজ্ঞানিক অনুশীলন সাধারণ মনোবিদ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। অস্বাভাবিক মনের আলোচনার কোন স্থান এখানে থাকে না।

*** Abnormal Psychology :** মনোবিদ্যার প্রয়োগমূলক আর একদিক হল মানসিক স্বাস্থ্য। আমাদের মন এবং শরীর দুই অসুস্থ হয় বা হতে পারে। এই অসুস্থ বা অস্বাভাবিক মনের অনুশীলন করার জন্য বিভিন্ন ভাবে প্রচেষ্টা করা হয়। যার ফল স্বরূপ আর একটি শাখার উদ্ভব হয় যার নাম অস্বাভাবিক মনোবিদ্যা। অস্বাভাবিক মনোবিদ্যার কাজ হল মানসিক অসুস্থতাকে পর্যবেক্ষন করা এবং তার কারণ খোঁজা এবং কারণ নির্ণয় করার পর মনোবিদ্যার চিকিৎসকগণ চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যবহার করে অসুস্থ মানুষকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনেন। এই পদ্ধতির নাম সাইকোথেরাপি।

*** Pure Psychology :** অন্যান্য বস্তু নির্ভর বিজ্ঞানের মত মনোবিদ্যার একটি দিক হল বিশুদ্ধ বা তাত্ত্বিক মনোবিদ্যা। এই শাখার উদ্দেশ্য হল যে কোন ধরনের পরীক্ষামূলক পরিস্থিতিতে মানসিক প্রক্রিয়া, আচরণ ইত্যাদির গতি প্রকৃতি অনুশীলন করা তাদের সম্পর্কে বিশেষ ও সামগ্রিক জ্ঞান সংগ্রহ করা।

* **Applied Psychology** : ব্যবহারিক মনোবিদ্যা বা ফলিত মনোবিদ্যার অপর একটি শাখা যেখানে মানসিক প্রক্রিয়া, আচরণ ইত্যাদি সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান মানুষের জীবনে প্রয়োগের মাধ্যমে জীবন যাত্রার মানকে উন্নত করে। মানুষের কর্মক্ষেত্র বা কাজের পরিধি এক জায়গায় সীমাবদ্ধ নয়। কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী মানুষকে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভাবে কাজ করতে হয় এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয় এবং নিজেই ঐ সকল সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করে তা অনেক সময় সার্থক হয় আবার অনেক সময় হয় না। মনোবিদগণের এই সকল সমস্যা সমাধান করতে বা পর্যালোচনা করতে গিয়ে নতুন নতুন জ্ঞানের সৃষ্টি হয় এবং সাথে সাথে জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্র তৈরী হয়, সুতরাং কর্মপরিস্থিতি ভেদে আচরণের পরিবর্তন তার সার্থক ব্যাখ্যা করার জন্য ফলিত মনোবিজ্ঞানের মধ্যেই নতুন নতুন শাখার সৃষ্টি হয় তার মধ্যে কতকগুলি শাখা নিম্নে বর্ণিত করা হল।

* **Physiological Psychology** : এই শাখার মানসিক প্রক্রিয়াকে দৈহিক গঠনের পরিপেক্ষিতে আলোচনা করে। দেহতত্ত্ব মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয় বস্তু হল ইন্দ্রিয়, পেশী, গ্রন্থি, মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুতন্ত্র, এই শাখার উদ্দেশ্য হল সংবেদন, প্রক্ষোভ ইত্যাদি মানসিক প্রক্রিয়া ও মানসিক অবস্থার সঙ্গে দৈহিক সংগঠনের বা পরিবর্তনের সম্পর্ক নির্ণয় করা। দেহতত্ত্ব মনোবিদগণ দেহ ও মন সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্য আবিষ্কার করেছেন।

* **Industrial Psychology** : এটি একটি শিল্পক্ষেত্রে মনোবিদ্যার প্রয়োগ। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিভিন্ন ধরনের মানুষ বিভিন্ন আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে শিল্প প্রতিষ্ঠানে এসে একসাথে কাজ করে এবং তার ফলে শিল্প কেন্দ্রিক সমাজ গড়ে উঠে। এই সকল ব্যক্তি, পরিবেশ সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অনুশীলন করাই হল শিল্পতত্ত্বগত মনোবিদ্যার উদ্দেশ্য। মনোবিদ্যা শ্রমিক সম্পর্কে মানুষের প্রচলিত ধারণাকে বদলে দিয়েছে; তাকে রক্তে-মাংসে তৈরী স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক সত্তা বলা যেতে পারে। কিন্তু তাকে নিয়ন্ত্রণ করছে তার নিজেরই আশা আকাঙ্ক্ষা, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি মানসিক অবস্থা। সুতরাং চাহিদা পূরণ করার জন্য স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রকে সঠিকভাবে পরিচালনা করা দরকার। এই মনোবিদ্যার এক উদ্দেশ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা কিন্তু কর্মীকে বঞ্চিত করে নয়। কর্মী নির্বাচনে, প্রশিক্ষণ, তাদের নিয়োগ, স্বাস্থ্যের সমস্যা, দুর্ঘটনা জনিত সমস্যা, আর্থিক চাহিদা, অন্যান্য কর্মীদের সাথে সম্পর্ক প্রভৃতি শিল্পজনিত কাজগুলিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে মনোবিদ্যার এই শাখা সাহায্য করে।

* **Social Psychology** : মানুষের সামাজিক জীবনে মনোবিদ্যার ব্যবহারকে সামাজিক মনোবিদ্যা বলা হয়। সামাজিক পরিবেশে মানুষের আচরণ অনুশীলন করা এর কাজ। যেহেতু মানুষ সমাজ দ্বারা প্রভাবিত হয় তাই সামাজিক

মনোবিদ্যা সমাজে বসবাসকারী কোন এক জনের বা একটি দলের আচরণের অনুশীলন করে; তাই সামাজিক মনোবিদ্যাকে অনেক সময় দলগত মনোবিদ্যা বলে।

* **Clinical Psychology** : ইহা চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মনোবিদ্যার ব্যবহার। সাধারণত অসুস্থ মানুষকে মনোবিদ্যার উপদেশ দিয়ে বিভিন্ন রোগ নিরাময় করা হয়।

* **Individual Psychology** : ব্যক্তিগত পার্থক্য এবং কোন মানুষের আচরণ পরিবর্তনের অনুশীলন করা ব্যক্তিগত মনোবিদ্যার বিষয়। ব্যক্তি তার আচরণ পরিবর্তন করে জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ, বুদ্ধিমত্তা প্রভৃতির পার্থক্যের জন্য। এই পার্থক্যগুলির গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য আছে মনোবিদ্যাতো।

* **Child Psychology** : শিশু মনোবিদ্যা মানব সৃষ্টি সম্বন্ধীয় মনোবিদ্যার একটি শাখা। মানব সৃষ্টি সম্বন্ধীয় মনোবিদ্যা শিশুদের আচরণ উন্নয়নের জন্য কাজ করে।

* **Sex Psychology** : ব্যক্তির জীবনের যৌন আচরণ-আচরণের অনুশীলন করা এই মনোবিদ্যার কাজ।

* **Sports Psychology** : ক্রীড়া মনোবিদ্যা হল মনোবিদ্যার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাখা যা ক্রীড়াক্ষেত্রে অনুশীলন ও প্রতিযোগিতা চাপের সময় ক্রীড়া দক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করে। অন্যভাবে বলা যায় ক্রীড়া মনোবিদ্যা হল খেলাধুলা এবং শারীরিক ক্রিয়া কলাপের ক্ষেত্রে যে কোন স্তরে ক্রীড়া শৈলীর উন্নতিতে মনোবিদ্যার নীতির প্রয়োগ মূলক শাখা।

বিভিন্ন মনোবিদ ক্রীড়া মনোবিদ্যার বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন :

কে এম বুন বলেছেন ক্রীড়া মনোবিদ্যা হল মনোবিদ্যার সেই শাখা যেখানে কোন ব্যক্তির বা খেলোয়াড়ের বিভিন্ন খেলাধুলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে অর্জিত শারীরিক সক্ষমতা নিয়ে অনুশীলন করে।

মারগারেট ব্রাউন এবং মিচেল মাহনি বলেছেন সামগ্রিক ভাবে ক্রীড়া নৈপুণ্যের উন্নতি করার জন্য ক্রীড়া এবং শারীরিক ক্রিয়া কলাপের ক্ষেত্রে মনোবিদ্যার নীতির প্রয়োগকে ক্রীড়া মনোবিদ্যা বলা হয়।

রিচার্ড এইচ কঙ্ক বলেছেন ক্রীড়া মনোবিদ্যা হল একটি বিজ্ঞান যেখানে ক্রীড়াক্ষেত্রে মনোবিদ্যার নীতিগুলির প্রয়োগ ঘটানো হয় ক্রীড়া দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য।

ক্রীড়া মনোবিদ্যার বৈশিষ্ট্য

- ক্রীড়া মনোবিদ্যা সাধারণ মনোবিদ্যার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাখা।
- ক্রীড়া মনোবিদ্যা বিভিন্ন ক্রীড়া পরিবেশে এবং ক্রীড়ায় নিযুক্ত খেলোয়াড়দের সমস্ত রকম খেলোয়াড়ী আচরণ আচরণ অনুশীলন করে।
- মনোবিদ্যার বিভিন্ন শাখা ক্রীড়া মনোবিদ্যার জ্ঞান ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করে।
- ক্রীড়া মনোবিদ্যার মূল লক্ষ্য হল সমস্ত রকম ক্রীড়ায় খেলোয়াড়দের দক্ষতার উন্নতি করা।
- কিছু মানুষ ক্রীড়া মনোবিদ্যাকে ক্রীড়া চিকিৎসার একটি রীতিবদ্ধ শাখা বলে মনে করে।
- ক্রীড়া মনোবিদ্যা পর্যাপ্ত পরিমাণে গবেষণায় জোর দেওয়া জ্ঞানের একটি ব্যবহারিক দিক।
- ক্রীড়া মনোবিদ্যার ব্যবহারের দ্বারা সাহায্য প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ হলেন শারীর শিক্ষক, প্রশিক্ষক, খেলোয়াড়, প্রশাসক পরিচালকগণ প্রভৃতি।

ক্রীড়া মনোবিদ্যার গুরুত্বপূর্ণ ভাগ

- শিক্ষাগত ক্রীড়া মনোবিদ্যা।
- পরীক্ষামূলক ক্রীড়া মনোবিদ্যা।
- অসুস্থতা সঙ্কীয় ক্রীড়া মনোবিদ্যা।

ক্রীড়া মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয়

ক্রীড়া মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয়গুলি হল প্রতিবর্ত ক্রিয়া, প্রবৃত্তি, স্নায়ুমণ্ডলীর বিপরীতধর্মী কার্যাবলী, প্রতিক্রিয়া সময়, মুভমেন্ট টাইম, শিখন, শিখনের সঞ্চালন, প্রেষণা, প্রক্ষোভ, ব্যক্তিত্ব, মনোযোগ, অভ্যাস ইত্যাদি।

ক্রীড়া মনোবিদ্যার লক্ষ্য

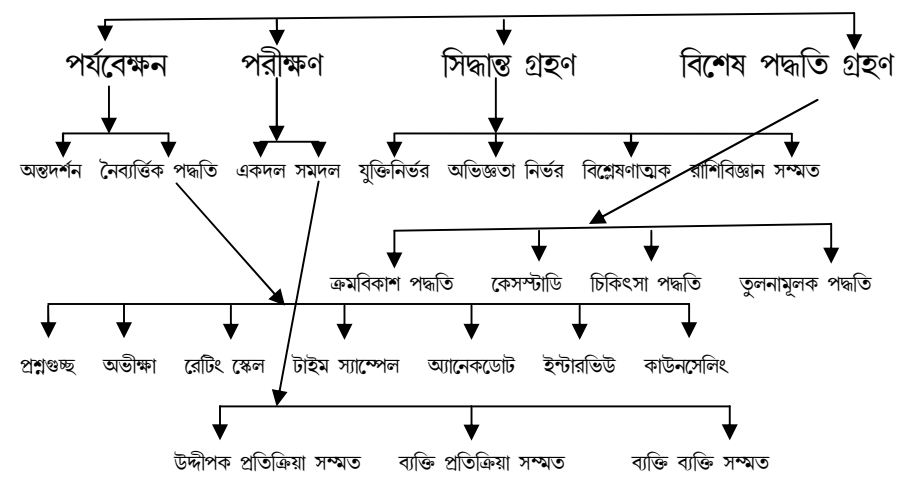
ক্রীড়া মনোবিদ্যার মূল লক্ষ্য হল ক্রীড়াক্ষেত্রে খেলোয়াড়দের দক্ষতার চূড়ান্ত উন্নতি সাধন করা। মূল লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য ক্রীড়া প্রশিক্ষকের কতগুলি উদ্দেশ্য থাকে যেমন সাধারণ উদ্দেশ্য, সামাজিক উদ্দেশ্য এবং বিশেষ উদ্দেশ্য।

- সাধারণ উদ্দেশ্য হচ্ছে শারীরিক, মানসিক, নৈতিক এবং বুদ্ধির উন্নতি ঘটানো। এই উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যমে শিক্ষার লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করা হয়।
- সামাজিক উদ্দেশ্য বলতে ক্রীড়াক্ষেত্রে মনোবিদ্যার প্রয়োগের মাধ্যমে খেলোয়াড়ের সামাজিক উন্নতি সাধন করা। ক্রীড়াক্ষেত্রে বিশেষ করে শারীরশিক্ষার ক্ষেত্রে এই দুই উদ্দেশ্যের উপর খুবই গুরুত্ব দেওয়া হয়।
- বিশেষ উদ্দেশ্য বলতে শারীরশিক্ষার শিক্ষক, ক্রীড়া প্রশিক্ষক উভয়ের অনুশীলন বিষয় এখানে ক্রীড়া প্রশিক্ষকের দিকেই বেশি নজর দেয়। একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির রেখে ক্রীড়া মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগ করা হয় খেলোয়াড়দের উপর।

শিক্ষা মনোবিদ্যা

মনোবিদ্যার অন্যান্য শাখার মত শিক্ষা-মনোবিদ্যা একটি শাখা। শিক্ষা-মনোবিদ্যার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল মানুষের আচরণ অনুশীলন করা ও তার যথাযোগ্য তাৎপর্য নির্ণয় করা। কিন্তু এই আচরণ সামগ্রিক আচরণ নয়, বিশেষ এক পরিস্থিতির আচরণ। এই পরিস্থিতি হল শিক্ষা পরিস্থিতি। তাহলে শিক্ষা-মনোবিদ্যা মানুষের শিক্ষাকালীন আচরণকে শুধু অনুশীলন করে। অর্থাৎ শিক্ষা-মনোবিদ্যা হল প্রয়োগমূলক মনোবিদ্যার সেই শাখা যার মধ্যে আমরা মানুষের শিক্ষাকালীন আচরণকে অনুশীলন করি। মনোবিদ সি এইচ জাড বলেছেন “শিক্ষা-মনোবিদ্যা হল মনোবিদ্যার সেই শাখা যা ব্যক্তির জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তার বিকাশের ধারাকে অনুশীলন করে।” মনোবিদ ডব্লু বি কোল এর মতে “শিক্ষা প্রক্রিয়াকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে এবং তার উন্নতি সাধন করতে পারে মনোবিদ্যার যে সব তত্ত্ব তাদেরই বিশেষ অনুশীলন হল শিক্ষা-মনোবিদ্যা।

শিক্ষা মনোবিদ্যার পদ্ধতি



মনোবিদ জাড মনে করেন যে শুধুমাত্র শিক্ষাকালীন আচরণ এইটুকু বললে শিক্ষা-মনোবিদ্যার বিস্তৃতি বোঝা যায় না। তাই তিনি শিক্ষা কথাটিকে আরো ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করতে বলেছেন। তাঁর মতে মানুষের আচরণ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সব সময়েই পরিবর্তিত এবং পরিবর্তিত হচ্ছে। যে কোন রকম

আচরণের পরিবর্তন বা পরিবর্ধন হল বিকাশের নামান্তর মাত্র। সুতরাং শিক্ষা-মনোবিদ্যা হল মনোবিদ্যার সেই শাখা যা ব্যক্তির জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তার বিকাশের ধারাকে অনুশীলন করে।

* আধুনিক শিক্ষা-মনোবিদ্যা কথার পরিবর্তে শিখন ও শিক্ষাদানের জন্য মনোবিদ্যার কথা বলা হয়। শিক্ষা-মনোবিদ্যার কাজ হল বিদ্যালয়ে শিখন এবং শিখন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা।

* মনোবিদ স্কিনার বলেছেন শিক্ষা মনোবিদও সাধারণ ভাবে একজন মনোবিদ। কিন্তু তিনি বিশেষভাবে তার জ্ঞানকে প্রয়োগ করার চিন্তা করেন। তিনিও ব্যক্তির আচরণ এবং তার সাধারণ ধর্ম সম্পর্কে জানতে উৎসাহী কিন্তু একই সঙ্গে তার প্রয়োগ সম্পর্কে বেশী উৎসাহী।

* মনোবিদ কোলেসনিক্ বলেছেন ‘শিক্ষা প্রক্রিয়াকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে এবং তার উন্নতি সাধন করতে পারে মনোবিদ্যার যে সব তত্ত্ব তাদেরই বিশেষ অনুশীলন হল শিক্ষা-মনোবিদ্যা।’ অর্থাৎ মনোবিদ্যার বিভিন্ন তত্ত্বের শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগমূলক দিকই হল শিক্ষা-মনোবিদ্যা।

শিক্ষা মনোবিদ্যার লক্ষ্য

সাধারণভাবে শিক্ষা মনোবিদ্যার উদ্দেশ্য হল এমন কিছু তথ্য সংগ্রহ করা যার সাহায্যে শিক্ষক তাদের পেশাগত এবং সমাজগত উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে পারেন। এই ধরনাকে বিশ্লেষণ করতে ছোট ছোট লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারি।

স্কিনার শিক্ষা মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে বিশ্লেষণ করে ৮ টি লক্ষ্যের নির্দেশ করেছেন।

১. শিক্ষার্থীর আচরণ ও বিভিন্ন ধরনের মানসিক প্রক্রিয়া এবং বিভিন্ন ধরনের বিকাশের প্রক্রিয়া সম্পর্কে পরিপূর্ণ তথ্য সংগ্রহের কাজ শিক্ষা মনোবিদ্যা করে। এক কথায় শিক্ষার্থীর প্রকৃতি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করা মনোবিদ্যার প্রাথমিক উদ্দেশ্য।
২. শিক্ষার লক্ষ্য স্থাপনে সহায়তা করা শিক্ষা মনোবিদ্যার একটা প্রধান লক্ষ্য। শিক্ষাদর্শন যে কোন ধরনের শিক্ষার আদর্শই গঠন করতে পারে। কিন্তু সে আদর্শ বাস্তবে রূপায়ন সম্ভব হবে কিনা শিক্ষা মনোবিদ্যাই তার পরীক্ষামূলক অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারে। তাই শিক্ষার বাস্তবমুখী লক্ষ্য নিরূপন করা শিক্ষা মনোবিদ্যার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।
৩. শিক্ষার্থীদের আচরণকে নৈর্ব্যক্তিকভাবে অনুশীলন করাও শিক্ষা মনোবিদ্যার লক্ষ্য।
৪. শিক্ষা মনোবিদ্যার একটা প্রধান লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীদের সমাজ জীবনের অভিযোজনকে কি করে সার্থক ও সুগম করে তোলা যায় সে সম্পর্কে পরীক্ষামূলক জ্ঞানের ভিত্তিতে তাদের সাহায্য করা।

৫. শিক্ষককে তার কর্ম পরিস্থিতিতে নানা রকম সমস্যা সমাধানের জন্য তথ্য সরবরাহ করাও শিক্ষা মনোবিদ্যার লক্ষ্য। কিভাবে পাঠ্য বিষয়বস্তু সাজাতে হবে কিভাবে তা উপস্থাপন করতে হবে, কি কি কৌশল অবলম্বন করলে শিখন সার্থক হবে ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে পরীক্ষিত জ্ঞান সরবরাহ করার জন্য শিক্ষা মনোবিদ্যা সব সময় পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে।
৬. শিক্ষক তার নিজের কাছে এবং শিক্ষার্থীদের প্রতিক্রিয়া যাতে সঠিক মূল্যায়ন করতে পারেন সে দিক থেকে তাকে সহায়তা করা শিক্ষা মনোবিদ্যার উদ্দেশ্য। শিক্ষা মনোবিদ্যার লক্ষ্য হল শিক্ষককে তার কাজ সম্পর্কে সচেতন করা এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্যের পথে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করা।
৭. মানুষের শিক্ষাকালীন আচরণের গতি প্রকৃতি বিজ্ঞানভিত্তিতে নির্ণয় করে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং অন্যান্য ব্যক্তিকেও আদর্শের পথে এগিয়ে যেতে সহায়তা করাও শিক্ষা মনোবিদ্যার লক্ষ্য।
৮. শিক্ষা মনোবিদ্যা শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং অন্যান্য শিক্ষাকর্মীদের হাতে এমন কিছু তথ্য দিতে চায় যার দ্বারা শিক্ষার সকল স্তরে উন্নতি সাধন করতে পারেন। সে পাঠদানের ব্যাপারেও হতে পারে, বিদ্যালয়ের সাংগঠনিক ব্যাপারেও হতে পারে বা পরিচালনার ব্যাপারেও হতে পারে।